তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০৪

**দিনাজপুরের অতিরিক্ত পিপি বীর মুক্তিযোদ্ধা**

**এড. কাযেম উদ্দিনের মুত‍্যুতে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৯ অগ্রহায়ণ (৪ ডিসেম্বর)

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী দিনাজপুর জেলার অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট কাযেম উদ্দিনের মৃত‍্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায়  মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস‍্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২২/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০৩

**মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়  বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন**

 **-- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

বকশীগঞ্জ (জামালপুর), ১৯ অগ্রহায়ণ (৪ ডিসেম্বর) :

ধর্ম  প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত  বিজয় বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। তিনি বলেন, নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে  বাংলাদেশের  চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর যা আমাদের মহান বিজয় দিবস। কিন্তু জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জের ধানুয়া কামালপুরে বিজয় অর্জিত হয়েছে ৪ ডিসেম্বর। বিজয়ের এই পথ ধরে পরবর্তীতে পুরো বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বকশীগঞ্জ উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কলেজ মাঠে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরামের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ব্রহ্মপুত্র মিডিয়া সেন্টারের উদ্যোগে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার  কামালপুরের খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম বীরত্ত্ব আর ত্যাগের কথা জানাতে ইতিহাস সংরক্ষণ, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ সহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, নতুন প্রজন্মকে দেশাত্মবোধে জাগ্রত করতে হলে তাদের মাঝে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উদ্ধুদ্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের সহিত যুক্ত ব্যক্তিদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

এ উপলক্ষ্যে খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং ৩ জন খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাদ্রাসা ও কারিগরি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা বশীর আহমেদ (বীর প্রতীক), বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরামের মহাসচিব রাশেদুল হাসান শেলী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বকশীগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি শাহেনা বেগম ও সাধারণ সম্পাদক বাবুল তালুকদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বকশীগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম।

#

আনোয়ার/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২২/২১০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০২

**১০ তারিখে ঢাকায় বিএনপি পাকিস্তানিদের মতোই আত্মসমর্পণ করবে**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ১৯ অগ্রহায়ণ (৪ ডিসেম্বর)

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিজয়ের মাস ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ ঢাকায় পাকিস্তানিরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করেছিল। আর এই ১০ তারিখেই বিএনপি ও অগ্নিসন্ত্রাসীরা ঢাকার বুকে আত্মসমর্পণ করবে, যেইভাবে পাকিস্তানিরা করেছিল।’

মন্ত্রী বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকেই স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। সেই জন্য এই ময়দান বিএনপির পছন্দ না। তারা ঢাকা শহরে গন্ডগোল করতে চায়।'

আজ চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ডে চট্টগ্রাম মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণের প্রাক্কালে দেয়া বক্তৃতায় তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ড. হাছান বলেন, আজকে সমগ্র চট্টগ্রাম শহরে মানুষের ঢেউ জেগেছে। সমুদ্রপাড়ের চট্টগ্রামের সাথে যেন জনতার ঢেউ একাকার হয়ে গেছে। আর পলোগ্রাউন্ডে রঙবেরঙের বর্ণিল ছটা যেন আজকে রংধনুর ছটায় পরিণত হয়েছে। এই জনসভায় যত না মানুষ তার চেয়ে আট-দশগুণ, লাখ লাখ মানুষ সভাস্থলের বাইরে অবস্থান করছে।

মন্ত্রী বলেন, গত ১৪ বছরে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার জাদুকরী নেতৃত্বে এই চট্টগ্রাম বদলে গেছে। ক'দিন পরেই আমাদের নেত্রী দক্ষিণ এশিয়ায় নদীর তলদেশে প্রথম রোড ট্যানেল উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তিনি ভৌত কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে চট্টগ্রামের উন্নয়ন তুলে ধরে তথ্যমন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম আজকে বদলে গেছে। ‘বে টার্মিনাল’ করে চট্টগ্রাম বন্দরের দ্বিগুণ আরেকটি বন্দর নির্মিত হতে যাচ্ছে। কুতুবদিয়ায় গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। ক’দিন আগে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন চট্টগ্রামে মেট্রোরেল হবে, পাতাল দিয়ে রেল চলবে। গত ১৪ বছরে লক্ষ কোটি টাকার বেশি উন্নয়ন কর্মকান্ড এই চট্টগ্রামে হয়েছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে আরো লক্ষ কোটি টাকার উন্নয়ন এই চট্টগ্রামে হবে। সীতাকুণ্ড-মিরসরাই নিয়ে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর ও অর্থনৈতিক অঞ্চল হতে যাচ্ছে, সেটি আরেকটি চট্টগ্রাম শহর হতে যাচ্ছে।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্মুদ বলেন, ‘চট্টগ্রাম বদলে গেছে, বাংলাদেশ বদলে গেছে। আজকে খালি পায়ে মানুষ দেখা যায় না, ছেঁড়া কাপড় পড়া মানুষ দেখা যায় না। আকাশ থেকেও কুঁড়েঘর খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি কোন জাদুর কারণে হয়নি, জননেত্রী শেখ হাসিনার জাদুকরী নেতৃত্বের কারণে হয়েছে। বিএনপি আর তার দোসরদের এগুলো ভালো লাগে না।’

#

আকরাম/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২২/২০৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০১

**ভারতের বিপক্ষে জয়ে বাংলাদেশ দলকে** **অর্থমন্ত্রীর অভিনন্দন**

ঢাকা, ১৯ অগ্রহায়ণ (৪ ডিসেম্বর)

তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ভারতকে হারিয়েছে বাংলাদেশ। এ জয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়েছেন সা‌বেক আইসি‌সি সভাপ‌তি ও অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। মন্ত্রী আজ এক অভিনন্দন বার্তায় বাংলাদেশ  ক্রিকেট দলের সকল  খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, কোচসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানান।

# অভিনন্দন বার্তায় মন্ত্রী বলেন, আজকের দিনটি বাংলাদেশের ‍ক্রিকেটের জন্য একটি মাইলফলক দিন। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ধারাবাহিক এ পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের। বাংলাদেশের এ জয় আমাদের খেলোয়ারদের দৃঢ় সক্ষমতার প্রমাণ। তিনি মিরাজ-মোস্তাফিজের শেষ উইকেট জুটির বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আগামী দিনগু‌লো‌তেও বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের এই অসাধারণ নৈপুণ্য অব্যাহত থাকবে ব‌লে তি‌নি আশা ব্যক্ত ক‌রেন।

#

তৌহিদুল/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২২/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০০

**পাকিস্তানি প্রেতাত্মারা এখনো দেশবিরোধী নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত**

 **---মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

জামালপুর, ১৯ অগ্রহায়ণ (৪ ডিসেম্বর) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত হয়ে হাঁটু গেড়ে মাথা নত করে চলে গেছে পাকিস্তানি বাহিনী। কিন্তু তাদের প্রেতাত্মারা এখনো দেশবিরোধী নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তাই রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তানি প্রেতাত্মাদের শেকড় উপড়ে ফেলতে হবে।

আজ জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার সীমান্তবর্তী মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক রণাঙ্গন ধানুয়া কামালপুর মুক্ত দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সারা দেশে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে কাজ করছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সকল শহিদ ও মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্য একই ডিজাইনের কবর নির্মাণ করা হচ্ছে। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কবর দেখেই চিনতে পারে এটা বীর মুক্তিযোদ্ধার কবর। সেই সাথে সারা দেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার বক্তব্য রেকর্ড করে আর্কাইভের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হবে । এজন্য ‘বীরের কন্ঠে বীরগাঁথা’ প্রকল্প ইতিমধ্যে অনুমোদন হয়েছে।

জামালপুর জেলা প্রশাসক শ্রাবন্তী রায়ের সভাপতিত্বে ধানুয়া কামালপুর হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে  বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি  আলহাজ্ব আবুল কালাম আজাদ, বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমন্বয় পরিষদের চেয়ারম্যান ও সাবেক মুখ্য সচিব ও এসডিজি বিষয়ক সমন্বয়ক  আবুল কালাম আজাদ, জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান  এডভোকেট বাকী বিল্লাহ, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিজন কুমার চন্দ, সাবেক ডেপুটি কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সুজাত আলী ফকীর প্রমুখ।

#

মারুফ/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২২/১৯১৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯৯

**মাদকের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে**

 **-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

বিশ্বনাথ (সিলেট), ১৯ অগ্রহায়ণ (৪ ডিসেম্বর)

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, মাদক একেকটি পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়, সেজন্য সবাইকে মাদকের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। কেউ মাদকে আসক্ত হলে শুরুর দিকেই তা বন্ধ করতে হবে।

সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার নতুন বাজারে আয়োজিত মাদকবিরোধী এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মাদক নির্মূলে পরিবারের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, পরিবারে সন্তানদের শাসনের মধ্যে রাখা উচিত যাতে তারা মাদক থেকে দূরে থাকে। তিনি বলেন, আমরা বিজয়ী জাতি, আমরা যদি মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই, ঘরে ঘরে মাদকবিরোধী আন্দোলনে শামিল হই তবে মাদকের বিরুদ্ধেও জয়ী হবো।

মাদক ও নেশাবিরোধী সংস্থা ‘মানস’-এর উদ্যোগে আয়োজিত এবং মানস-এর প্রতিষ্ঠাতা বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. স্বরবিন্দু ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহরিয়ার বিন সালেহ, বিশ্বনাথ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নুসরাত জাহান এবং বিশ্বনাথ পৌরসভার চেয়ারম্যান মোঃ মহিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশ্বনাথের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

#

মোহসিন/পাশা/সিরাজ/রফিকুল/রেজাউল/২০২২/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯৮

**শেখ হাসিনা মানুষের মন জয় করেই ক্ষমতায় আছেন**

 **-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ অগ্রহায়ণ (৪ ডিসেম্বর)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, রিজার্ভ সংকটের গুজব ছড়িয়ে, সাময়িক বিদ্যুৎ সংকট দেখিয়ে বিএনপি দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে, নানাভাবে গুজব সৃষ্টি করে শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়ন কাজগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা করছে। কিন্তু বিএনপি ভুলে গেছে, শেখ হাসিনা হিমালয়ের মতো শক্ত অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, হিমালয়কে ধাক্কা দিয়ে নড়ানো যায় না, এটি সম্ভব নয়। শেখ হাসিনা সততা দিয়ে, মানুষের জন্য কাজ করে, সাধারণ মানুষের মন জয় করেই ক্ষমতায় আছেন।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর কাকলাইলে আইডিইবি সম্মেলন কক্ষে সেন্টার ফর এডভান্স স্টাডিজ ইন হোমিওপ্যাথি (ক্যাশ) কর্তৃক আয়োজিত ‘৮ম আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞান সম্মেলন-২০২২’ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিএনপির সমালোচনা করে বলেন, বিএনপি মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, বিএনপির আমলে বাংলাদেশের রিজার্ভ ছিল মাত্র ৩ বিলিয়ন ডলার। আর এই মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী করোনার পরও বাংলাদেশের রিজার্ভ রয়েছে ৩৫ বিলিয়ন ডলার। বিএনপি’র আমলে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ আসতো। বিএনপির আমলে মাত্র ৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো। আর এখন শেখ হাসিনার আমলে দেশে ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। ইউক্রেন-যুদ্ধের কারণে গোটা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশেও সাময়িক বিদ্যুৎ সমস্যা হয়েছে। তবুও বিএনপির থেকে শতগুণে ভালো আছে বিদ্যুৎ। দেশে খাদ্যের ঘাটতি নেই। দেশের ৫০ লাখ টন খাদ্য মজুত করা হয়েছে। দেশে খাদ্য সংকট নেই, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ঘুড়ে দাঁড়াচ্ছে, ডিজিটাল বাংলাদেশের হাজারো তরুণ সমাজ কাজ করে বেকারত্ব হ্রাস করছে। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেলসহ শত শত উন্নয়ন করে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পন্ন অবস্থানে চলে যাচ্ছে। অথচ বিএনপি বাংলাদেশের কোনো ভালো কিছু দেখছে না।

সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন। হোমিও চিকিৎসায় আরো গবেষণা ও বাজেট বৃদ্ধি করার কথা বলেন। দেশের সকল হাসপাতালে ক্রমান্বয়ে হোমিও চিকিৎসক নিয়োগ করার কথাও বলেন। তিনি বলেন, হোমিও চিকিৎসায় কোনো পাশ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। বিশ্বব্যাপী হোমিও চিকিৎসার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশেও চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার পাশাপাশি দেশে হোমিও চিকিৎসা আরো জোড়ালো করা হচ্ছে।

সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাটিজ ইন হোমিওপ্যাথি (ক্যাশ) এর সভাপতি আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ বি এম খুরশীদ আলম, হোমিওপ্যাথি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. দিলিপ কুমার রায়সহ অন্যান্য ব্যক্তিগণ।

#

মাইদুল/পাশা/সিরাজ/রফিকুল/রেজাউল/২০২২/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯৭

**গ্রাহকদের কাঙ্ক্ষিত সেবা নিশ্চিত করতে বিতরণ কোম্পানিগুলোতে প্রযুক্তির ব্যবহার হবে**

 **-- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ অগ্রহায়ণ (৪ ডিসেম্বর)

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, গ্রাহকদের কাঙ্ক্ষিত সেবা নিশ্চিত করতে বিতরণ কোম্পানিগুলোতে প্রযুক্তির ব্যবহার করে। হয়রানিমুক্ত সেবা দক্ষতার সাথে দিতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকার একটি হোটেলে নেসকো আয়োজিত ‘Nesco Towards 2041: Chalanges and way Forward’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সেচ কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ সোলারের মাধ্যমে পরিচালনার উদ্যোগ নিতে হবে। অকৃষি জমিতে নেসকো সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগও নিতে পারে। অগ্রাধিকারভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকরি জ্বালানী দক্ষতা অর্জনে সমন্বিতভাবে কাজ করা আবশ্যক। ক্লিন এনার্জি প্রসারে ও কার্বন নিঃসরণ কমাতে বিতরণ কোম্পানিগুলোকেও দায়িত্বশীল অবদান রাখতে হবে।

উল্লেখ্য উত্তর বঙ্গের ১৬টি জেলায় নেসকো বিদ্যুৎ বিতরণ করে। ২০১২৫ কিলোমিটার বিতরণ লাইনের মাধ্যমে ৮৩০ মেগাওয়ার্ট বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করছে। সোলার পাম্প রয়েছে ২৭ হাজার ৫২৬টি এবং সোলার হোম সিস্টেম ১৩ হাজার ৯২৪টি। নেসকোর টোল ফ্রি কল সেন্টার নম্বর ১৬৬০৩। ২০৪১ সালের মধ্যে GIS, SCADA, AMI, Remote Foult Locator এবং IMS-এর মাধ্যমে গ্রাহক সেবা বাড়াতে নেসকো দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

সেমিনারে নেসকো পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি মোঃ মহসীন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান ও পিডিবির চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুর রহমান বক্তব্য রাখেন। প্যানেল বক্তা হিসেবে ছিলেন বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্ল্যানিং) মোঃ নূরুল আলম, স্রেডার চেয়ারম্যান, মুনিরা সুলতানা, বিপিএমআই’র রেক্টর মোহাম্মদ আলাউদ্দিন ও পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসাইন। সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নেসকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাকিউল ইসলাম।

#

আসলাম/পাশা/সিরাজ/রফিকুল/রেজাউল/২০২২/১৮১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯৬

**নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহের লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু মিল্কভিটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন**

 **---স্বপন ভট্টাচার্য্য**

ঢাকা, ১৯ অগ্রহায়ণ (৪ ডিসেম্বর) :

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেছেন, কৃষকের উৎপাদিত দুধের ন্যায্য মূল্য এবং ভোক্তা শ্রেণির মধ্যে নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহের লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু মিল্কভিটা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এদেশের জনগণ যাতে মেধাসম্পন্ন জাতি হিসেবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

আজ তেজগাঁও দুগ্ধভবনে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন (মিল্কভিটা) এর ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুগ্ধজাতপণ্য উৎপাদন করে শিশুপুষ্টির চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে প্রতিষ্ঠানটি। দুগ্ধ সংগ্রহ থেকে প্রক্রিয়াজাত পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে কঠোর মাননিয়ন্ত্রণ করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন করছে। নিরাপদ দুগ্ধ সরবরাহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে যে সকল উপজেলায় দুধের ঘাটতি রয়েছে সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নত জাতের গাভী বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেডের চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মশিউর রহমান এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড.তরুণ কান্তি শিকদারসহ সমবায়ী নেতৃবৃন্দ।

#

হাবিব/পাশা/সিরাজ/রফিকুল/আব্বাস/২০২২/১৭৩৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯৫

**নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ন্যায়সংগত মূল্য ও সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে**

 **---বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ অগ্রহায়ণ (৪ ডিসেম্বর) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, পরিত্র রমজান মাসকে সামনে রেখে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের সরবরাহ ও মজুত নিশ্চিত করা হবে। সরকার এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। রমজান মাসসহ সারা বছর দেশের মানুষ যাতে প্রয়োজনীয় পণ্য ন্যায়সংগত মূল্যে পেতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করা হবে। প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করতে এলসি খোলার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না, এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সয়াবিনের পাশাপাশি ভোজ্য তেল সানফ্লাওয়ার ও ক্যানোলা আমদানি শুল্ক কমিয়ে আমদানি বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

মন্ত্রী আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটি’র ৮ম সভায় সভাপতিত্ব করে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি, সরবরাহ, মজুত ও মূল্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার একটি কো-অর্ডিনেশন সেল গঠন করে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে। চলমান বিশ্বপরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সরকারের পাশাপাশি ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের মানুষ যেন কষ্ট না পান, সেজন্য যা কিছু করা প্রয়োজন সরকার সবকিছুই করবে। পণ্যের মূল্য যুক্তিসংগত পর্যায়ে রাখার জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দেশের রপ্তানি বাণিজ্য এগিয়ে যাচ্ছে। পণ্য ও সেবা খাত মিলে চলতি বছরে ৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গত নভেম্বর মাসে রেকর্ড পরিমাণ তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। রপ্তানির চলমান ধারা অব্যাহত থাকলে আশা করা যায় রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।

সভাশেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, চিনির সরবরাহ ও মূল্য স্বাভাবিক রাখতে সরকার সবধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গ্যাসের সরবরাহ স্বাভাবিক হলেই চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, তখন আর কোনো সমস্যা হবে না। এছাড়া, চিনির ওপর আরোপিত শুল্ক কমিয়ে মূল্য কমানো এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসন্ন রমজান মাসে চিনিসহ সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ন্যায়সংগত মূল্য নিশ্চিত করা হবে।

সভাটি পরিচালনা করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ। সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ হাসান ইমাম খান এমপি, ওনার্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন এমপি, এফবিসিসিআই’র প্রেসিডেন্ট মোঃ জসিম উদ্দিন, বিজিএমই’র প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান, বাংলাদেশ চেম্বার অভ্ ইন্ডাস্ট্রি’র সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অভ্ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি’র সভাপতি মাহবুবুর রহমান, ঢাকা চেম্বার অভ্ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি’র সভাপতি রিজওয়ান রহমান, বিটিএমএ’র সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকনসহ বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ীগণ বক্তব্য রাখেন। এসময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তা, এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের প্রতিনিধিনগণ উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান করেন।

#

বকসী/পাশা/সিরাজ/রফিকুল/আব্বাস/২০২২/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯৪

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৯ অগ্রহায়ণ (৪ ডিসেম্বর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৬৮ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ১৯৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করে নাই। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৩৪ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৬ হাজার ১০৭ জন।

#

কবীর/পাশা/সিরাজ/আব্বাস /২০২২/১৭০৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯৩

**বস্ত্রখাতে বিশেষ অবদানের পুরস্কার পাচ্ছে ১০ সংগঠন-প্রতিষ্ঠান**

ঢাকা, ১৯ অগ্রহায়ণ (৪ ডিসেম্বর) :

জাতীয় বস্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে বস্ত্রখাতের উন্নয়ন, উৎকর্ষতা সাধন, বস্ত্র শিক্ষার সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বাড়াতে ভূমিকা রাখায় পুরস্কার পাচ্ছে ১০টি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান।

আজ সচিবালয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় বস্ত্র দিবস উদযাপনের বিস্তারিত তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক। এসময় বস্ত্র ও পাট সচিব মোঃ আব্দুর রউফ, বস্ত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ নূরুজ্জামানসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করি, সোনার বাংলা গড়ে তুলি’।

মন্ত্রী বলেন, আজ জাতীয় বস্ত্র দিবস। দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী বস্ত্র শিল্পের সম্ভাবনাগুলো বিকশিত করার লক্ষ্যে বস্ত্রখাত সংশ্লিষ্ট সব উদ্যোগ ও অংশীজনদের সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে সরকার ৪ ডিসেম্বরকে ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে বস্ত্রখাতের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে বস্ত্রখাত থেকে। দ্রুত সম্প্রসারিত এ শিল্প দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে বস্ত্রখাতে প্রায় অর্ধকোটি লোক কর্মরত রয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ৮০ ভাগই নারী। ফলে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে এখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বস্ত্রখাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি, যুগোপযোগী করা ও বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে এ খাতের চাহিদা বাড়াতে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে ৪ ডিসেম্বর ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস’ উদযাপন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, দিবসটি উপলক্ষ্যে আগামী ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) বস্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন।

#

সৈকত/অনসূয়া/**পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/শাম্মী/রবি/ইমা/২০২২**/১৩৩৫ **ঘণ্টা**

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯২

**বিশ্ব মৃত্তিকা দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৯ অগ্রহায়ণ (৪ ডিসেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৫ ডিসেম্বর ‘বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ২০২২’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- ‘Soils: Where Food Begins’ অর্থাৎ ‘মাটি: খাদ্যের সূচনা যেখানে’ বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

গত প্রায় তিন বছর যাবৎ সারা পৃথিবীতে করোনা অতিমারির দুর্যোগ ও বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গোটা বিশ্বে খাদ্য সংকট প্রকট হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। এর সাথে রয়েছে পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক জলবায়ুর সমস্যা। বর্তমান সময়ের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। আর খাদ্য উৎপাদনের মূল উপাদান মাটি। তাই মাটির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের মাটি অত্যন্ত উর্বর। বাংলাদেশের মাটিকে খাঁটি সোনার সঙ্গে তুলনা করা হয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন ‘আমাদের দেশের জমি এত উর্বর যে বীজ ফেললেই গাছ হয়, গাছ হলে ফল হয়। সে দেশের মানুষ কেন ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পাবে।’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা। তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এখন সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ হচ্ছে, যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ করা হচ্ছে। সারসহ কৃষিতে দেওয়া হচ্ছে বিপুল পরিমাণ আর্থিক উন্নয়ন সহায়তা। পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য নেওয়া হয়েছে নানা প্রকল্প। এ সকল কার্যক্রমের সাফল্য নির্ভর করবে মাটির সুস্বাস্থ্যের ওপর। যেহেতু ক্রমাগতভাবে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে এবং আবাদি জমির পরিমাণ কমছে, তাই উন্নত জাত ও ফসল নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক খাদ্য উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। মাটির প্রতি যত্নশীল না হলে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। মাটির উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা বজায় রেখে অধিক ফসল উৎপাদন করতে হবে। মাটিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার পরিহার করে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগের মাধ্যমে মাটির সুস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষা করতে হবে।

বর্তমান বিশ্ব যে পরিস্থিতি অতিক্রম করছে, তা উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে সকল দেশের অর্থনীতির জন্য এক বিরাট হুমকি। এই অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। মাটির উর্বরতা বজায় রেখে অধিক খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে।

আমি ‘বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস-২০২২’- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

   বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাওন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/শাম্মী/আসমা/২০২২/১২৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯১

**হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৯ অগ্রহায়ণ (৪ ডিসেম্বর)

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৫ ডিসেম্বর ‘হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৫৯তম মৃত্যুবার্ষিকী’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৫৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। বরেণ্য এই রাজনীতিবিদ ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর লেবাননের বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন। হাইকোর্টের পাশে তিন নেতার মাজারে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ উপমহাদেশের মেহনতি মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি ছিলেন একজন উদার ও প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রীসহ তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার পথিকৃত। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম মমত্ববোধ। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের গণবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষকে সোচ্চার ও সংগঠিত করেছিলেন।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক। একজন প্রতিভাবান রাজনৈতিক সংগঠক হিসেবে তাঁর দক্ষ পরিচালনায় গণমানুষের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আরো বিকশিত হয়। তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর দূরদর্শী নেতৃত্ব পাকিস্তান সরকারের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দীর্ঘ ২৪ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিকাশে এবং এ অঞ্চলের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সারাজীবন কাজ করেছেন। গণতান্ত্রিক রীতি ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ও মানুষের কল্যাণে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবন ও আদর্শ আমাদের সবসময় সাহস ও প্রেরণা জোগায়। জাতি এই মহান নেতার অবদান সবসময় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/শাম্মী/রবি/শামীম/২০২২/১১৪৬ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯০

**বিশ্ব মৃত্তিকা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৯ অগ্রহায়ণ (৪ ডিসেম্বর)

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৫ ডিসেম্বর 'বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস' উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Soil : Where Food Begins' অর্থাৎ 'মাটি: খাদ্যের সূচনা যেখানে' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

নদীমাতৃক এবং কৃষিনির্ভর সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি মূলত কৃষি ও মাটি কেন্দ্রিক। আয়তনে ছোট ঘনবসতি ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দেশ হওয়ার পাশাপাশি নানাবিধ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ আজ দানাদার খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশ হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। এর মূল কারণ হলো আমাদের দেশের সোনাফলা উর্বর মাটি এবং কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রম। আর তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রয়োজন টেকসই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, চাষের জমির উপযুক্ত ব্যবহার এবং অতিমাত্রায় সার ও কীটনাশকের ব্যবহার থেকে বিরত থাকা। সরকার তৃণমূল পর্যায়ে মৃত্তিকা পরীক্ষা ও সার সুপারিশ সেবা প্রদান এবং রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহারের পাশাপাশি জৈব সার ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে ভ্রাম্যমান ও স্থায়ী গবেষণাগার স্থাপন করেছে।

কৃষিতে বাংলাদেশের দৃশ্যমান সাফল্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতির পিতার সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় এবং তাঁরই প্রদর্শিত পথেই বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষির সার্বিক উন্নয়নে নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলছে। এর সুফল হিসেবে বাংলাদেশ কৃষির বিভিন্ন খাতে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করছে। আমি আশা করি মাটি সংরক্ষণ, ভূমির যথাযথ ব্যবহার এবং মাটির অবক্ষয় রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট সকলে আরো আন্তরিক হবেন। দিবসটি পালনের মাধ্যমে সকলে মাটির গুরুত্ব অনুধাবন করবেন – এটাই আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/ডালিয়া/শাম্মী/রবি/শামীম/২০২২/১১৫০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ